কার্পাসডাঙ্গায় ফার্মেসী মালিককে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা

দামুডহুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ভোক্তা সংরক্ষন অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা অভিযান চালিয়ে মেসার্স উষধ বিতান ফার্মেসীর মালিক ইমদাদুল হককে ৫০হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

ভ্রাম্যমান আদালত সুত্রে জানাগেছে মেয়াদউত্তীর্ন উষধ, বিক্রয় নিষিদ্ধ ফিসিসিয়ান সেম্পুল ও প্যাকেটে ডেট আছে উষুধের ডেট নেই এসব রদবদল করায় ভোক্তা সংরক্ষন আইন ২০০৯ এর ৪৫ও ৫১ধারায় ৫০হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।

আজ মঙ্গলবার দুপুর একটার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা সংরক্ষন অভিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন ও মেয়াদউত্তীর্ন উষধ গুলো আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আলমগীর রাসেল সহ অন্যন্যা সদস্যবৃন্দ। আইন শৃংখলার দ্বায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এসআই ইমরান হোসেনের নেতৃত্বে একটি চৌকশ দল।

সরকারের বেঁধে দেওয়া দাম মানছেন না মেহেরপুরের ব্যবসায়ীরা

সরকারের নির্ধারণ করে দেওয়ার পরও ৫টি পণ্য বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে মেহেরপুরে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পেয়ে রবিবার থেকে বাজার মনিটরিং ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে বলে জানিয়েছেন ডিসি।

নিত্যপণ্য ডিম, আলু ও পেয়াজের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকায় গত বৃহস্পতিবার প্রতি পিস ডিমের দাম ১২ টাকা, আলুর কেজি ৩৫ থেকে ৩৬ টাকা, দেশি পেঁয়াজের দাম প্রতি কেজি ৬৪ থেকে ৬৫ টাকা, সয়াবিন তেল ১৫৯ থেকে ১৬৯ টাকা, চিনি ১২০ টাকা থেকে ১৩০ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। কিন্তু গতকালও মেহেরপুরের বিভিন্ন বাজার ও পাড়া মহল্লার দোকানগুলো বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে এসকল পণ্য।

জেলা শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায় পাইকারিতে বড় বাজারে এলসি পেয়াজ ৭০ থেকে ৭৫ টাকা,দেশি পেয়াজ ৮০ থেকে ৮৫ টাকা, আলু ৪৫ টাকা, চিনি ১৩০ টাকা, সয়াবিন তেল ১৭০ টাকা লিটার, পামওয়েল ১৪৫ টাকা লিটার দরে বিক্রি হচ্ছে।

সরকারের বেঁধে দেওয়া দাম মানছেন না মেহেরপুরের
ব্যবসায়ীরা

পাড়া মহল্লার মুদি দোকানে এলসির পেয়াজ ৮০টাকা, দেশি পেয়াজ ৯০ টাকা, আলু ৪৫ টাকা, ডিম আকার ভেদে ৫২ থেকে ৫৪ টাকা হালি, চিনি ১৩০ টাকা কেজি, সয়াবিন তেল ১৭৫ থেকে ১৮০ টাকা লিটার ও পামওয়েল ১৪৫ থেকে ১৫০ টাকা লিটার দরে বিক্রি হচ্ছে।

বড়বাজারের আলু ও পেয়াজের পায়কারী ব্যবসায়ী সিরাজ বানিজ্যালয়ের সত্ত্বাধিকারী সিরাজ জানান, জেলা প্রশাসন থেকে ব্যবসায়ীদের ১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার পর্যন্ত সময় বেধে দিয়েছে বেশি দামে ক্রয়কৃত মুজুদে থাকা পণ্য বিক্রি করে শেষ করতে। সরকার নির্ধারিত মুল্যে নতুন সবজির চালান রবিবার থেকে সরকার নির্ধারিত মুল্যে বিক্রি করা হবে।

মেহেরপুর বড়বাজার কাচাবাজারে ক্রেতা আরিফুর রহমান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘সাধারন চাকুরি করি। বর্তমান বাজারে সংসারের চাহিদা মেটাতে যেয়ে বেতনের পাশাপাশি সঞ্চয় ভেঙে চলতে হচ্ছে। ‘

হোটেল বাজারে মুদি দোকানে আসা ক্রেতা শামিম বলেন, বর্তমান বাজারে প্রতিটি পন্য আড়ত থেকে খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত আসতে আসতে মূল্য ২০ থেকে ২৫ টাকা বেড়ে যায়। এগুলো দেখার কেউ নেই। আর নিউজ করে কি করবেন। দু’এক দিন লোক দেখানো অভিজান হবে। এরপর আবার

বাজার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। বাজার সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব।

বাজার করতে আসা রিক্সা চালক আব্দুল মালেক ক্ষোভের সাথে বলেন,’ সারাদিন রিক্সা চালিয়েও এখন দুইবেলার খাবারের যোগান হয়না। ব্যবসায়িরা এতো খারাপ, ওরা ৫০০ টাকার পণ্য বিক্রি করলে ৩০০ টাকা লাভ করে।’

বড় বাজারের সবজি দোকানী মন্টু বলেন, আমার পাইকারি আড়তেই নির্ধারিত দামে মালামাল পাইনা। তাহলে ঐ দামে বিক্রি করবো কিভাবে।

মল্লিক পাড়ার মুদি দোকানি টোকন বলেন, আমি প্রতিদিন সকালে আড়ৎ থেকে পণ্য কিনে এনে আমার দোকানে বিক্রি করি। আড়ৎ মূল্যের সাথে পরিবহনের খরচ থাকে। এর পর হয়তো পণ্যভেদে কেজি প্রতি ২ থেকে ৩ টাকা লাভ হয়। আসলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে মহাজন ও পাইকারি পর্যায়ে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শামিম হাসান বলেন, ‘ বানিজ্য মন্ত্রনালয়ের দেওয়া চিঠির প্রেক্ষিতে মেহেরপুর জেলার ব্যবসায়ীদের সরকার নির্ধারিত মুল্যে পন্য বিক্রয় করা সহ দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন ও ক্রয়কৃত পণ্যের ভাওচার সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই বাজার নিয়ন্ত্রণে জেলাপ্রশাসনের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হবে।

কার্পাসডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান; ব্যবসায়ীদের জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে গতকাল শনিবার বিকাল ৪ টার দিকে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিকার অধিদপ্তর আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে এসময় ২০০৯ এর ৩৮ ধারায় তুষার

ডিম হাউজের মালিক হাজী নজরুল ইসলামকে ১০০০ টাকা , কার্পাসডাঙ্গা কাঁচাবাজারে তাইফুর রহমান কে ৫০০ টাকা ও বগা মন্ডলকে ৫০০ টাকা বকুল হোসেন ’কে ৫০০ টাকা সহ মোট ২৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত ।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস , নাজির সাখাওয়াৎ হোসেন , রফিকুল ইসলাম সহ কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আলমগীর রাসেল ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি।

এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন প্রতিটা ব্যবসায়ীকে মূল্যতালিকা টাঙিয়ে রেখে ব্যবসা করতে হবে এবং সরকারি নির্ধারিত মূল্যের বেশি দামে পন্য বিক্রি করলে আইনের আওতায় আনা হবে আলুর নির্ধারিত দাম ৩৬ টাকায় খুচরা বাজারে বিক্রি করতে হবে পেয়াজ ৬৫ টাকার উপরে বিক্রি করা যাবে না তিনি বলেন।

আরো ভ্রাম্যমাণ আদালতে সহযোগিতা করেন কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের একটি টিম সহ আনসার বাহিনী।

জীবননগরে ২ প্রতিষ্ঠানকে ৬৫ হাজার টাকা জরিমানা

জীবননগরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযোগ দুই জ্বালানী গ্যাস বিক্রেতাকে জরিমানা করেছে। আজ শনিবার জীবননগর বাজারের মেসার্স মিনহাজ মেশিনারী কে ১৫ হাজার টাকা এবং জীবননগর গ্যাস হাউজ কে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জানা গেছে , চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহাম্মেদ জীবননগর বাজার পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শনকালে জীবননগর বাজারের উপজেলা পরিষদ রোডের পাশের্ ^ অবস্থিত মেসার্স মিনহাজ ট্রেডার্স ও জীবননগর -চুয়াডাঙ্গা সড়কের পাশের্ ^ অবস্থিত মেসার্স জীবননগর গ্যাস হাউজে গ্যাস বিক্রির কোন রশিদ ও তালিকা মূল্য প্রদর্শন না করার অপরাধে মেসার্স মিনাহজ

ট্রোর্ডের মালিক মতিয়ার রহমানকে ১৫ হাজার টাকা ও জীবননগর গ্যাস হাউজের মালিক ইকবাল উদ্দীন একরামকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সেই সাথে বিক্রয়ের রশিদ প্রদান করা ও মূল্য তালিকা প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

এছাড়াও জীবননগর কাচা বাজারে পরিদর্শন কালে আলু, পেয়াজ, ডিমসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য তদারকি কালে ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ ও সরকার নির্ধারিত মুল্যে মালামাল বিক্রয়ের জন্য বলা হয় ও সতর্কীকরণ মুলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে সহযোগীতা করেন জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্যানিটারী ইন্সপেক্টর আনিসুর রহমান ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম।

এছাড়াও উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ ও সহকারী ভূমি কমিশনার তিথি মিত্র জীবননগর বাজার পরিদর্শনে যান এবং কাচা বাজারসহ নিত্য পন্যের বিভিন্ন দোকানে সরকার নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রিসহ মুল্য তালিকা প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

তৃতীয় বৃহত্তম বাজার হবে বাংলাদেশ! বিশ্বজুড়ে হৈচৈ

বাংলাদেশ হবে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বাজার! জার্মানি ও যুক্তরাজ্যের পরেই জায়গা হবে লাল-সবুজের বাংলাদেশ। এই কথাটি বলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু কিসের জোরে? ১৭ কোটি জনসংখ্যার এই দেশ কোন ম্যাজিকে রাতারাতি বিশ্বের নজর কাড়বে? উত্তর রয়েছে শেখ হাসিনার কথায়। নদী ঘেরা আজকের বাংলাদেশ সাজছে উন্নত স্মার্ট রূপে। তাই আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশকে নিয়ে একটু বেশি হৈচৈ হচ্ছে।

দক্ষিণ এশিয়ার ছোট্ট দেশ হলেও, প্রাকৃতিক সম্পদে ঠাসা বাংলাদেশ। তাই তো এখানে বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্র নেতাদের আনাগোনা একটু

বেশি। তার উপর বঙ্গোপসাগরের গা ঘেঁষে থাকা ইন্দোপ্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির অংশ হওয়ায় বিশ্ব ভূ রাজনীতিতে বাংলাদেশে কদর খানিকটা বেশি। এবার সেই দেশ হয়ে উঠবে বিশ্বের অন্যতম বাজার, কিন্তু কীভাবে?

বাংলাদেশের বাজারটা অনেকটা বড়। আর সেই বাজারকে গোটা বিশ্বের কাছে আকৃষ্ট করতে চাইছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। তাই তো কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশগুলোকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দুই দিনব্যাপী কমনওয়েলথ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম ২০২৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানেই এমন কথা বলেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান প্রায় ৩০০ কোটি মানুষের বাজারের কেন্দ্রস্থলে। এছাড়া, আমাদের রয়েছে ১৭ কোটি মানুষ। যার বৃহৎ অংশ যুবসমাজ। বাংলাদেশের সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রায় ৭০ শতাংশই আসে পুনঃবিনিয়োগ থেকে। এ থেকে প্রমাণ হয় বাংলাদেশে বিনিয়োগের চমৎকার পরিবেশ বিদ্যমান।’

ভৌগোলিক ভাবে বাংলাদেশ রয়েছে ৩০০ কোটি মানুষের বাজারের কেন্দ্রবিন্দুতে। বাংলাদেশেও প্রায় ১৭ কোটি মানুষের বসবাস। স্বাভাবিকভাবেই গোটা বিশ্বর কাছে বাংলাদেশ একটা আকর্ষণীয় বাজার। এই ব্যাপারটাকেই টার্গেট করতে চাইছেন শেখ হাসিনা। তাঁর কথায়, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে বিত্তশালী ব্যক্তির জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় সাড়ে তিন কোটিতে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ টক্কর দেবে জার্মানি এবং যুক্তরাজ্যকে। হয়ে উঠবে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম বাজার। তাই উন্নয়নে অবদান রাখতে আগ্রহী, এমন বিনিয়োগকারীর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে তোলার অপেক্ষা করছেন তিনি।

এব্যাপারে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, ‘তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় এ দেশের অর্থনীতিকে তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। আমার বিশ্বাস, সেই কিসিঞ্জার যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনিই এখন বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখে বিস্মিত হতেন। এখন আমরা বাংলাদেশকে নিয়ে গর্ব করে বলতে পারি সেই তলাবিহীন ঝুড়ি আজ বিশ্বের বিস্ময়, উন্নয়নের এক

রোল মডেল।’

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা অর্থনীতিবিদ ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, ‘বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেক দূর এগিয়েছে। স্বাধীনতার সময়ে অর্থনীতির প্রতিটি সূচকে পাকিস্তান এগিয়েছিল। প্রতিটি সূচকেই তারা বাংলাদেশ থেকে পিছিয়ে আছে। এটিই আমাদের স্বাধীনতার বড় অর্জন।’

বাংলাদেশে এখন যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অগ্রগতি এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটা উচ্চমানের বিনিয়োগ প্রয়োজন। তাঁর কথায়, বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য এখন সব রকম খাতই খোলা। কৃষিপণ্য, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়া এবং চামড়াজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, চিকিৎসা সরঞ্জাম,অটোমোবাইল থেকে শুরু করে জাহাজ নির্মাণ ও আইসিটি খাতে দুর্দান্ত বিনিয়োগ করা যাবে। বিনিয়োগকারীরা লভ্যাংশ সহজ পদ্ধতিতে ফিরিয়ে নিতে পারবেন আপন দেশে।

আগ্রহ বাড়াতে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে তৈরি হয়েছে প্রায় ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল, ১০৯ টি হাইটেক ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক সহ আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার। পাশাপাশি আধুনিক পরিকাঠামোতে সাজছে স্থল, রেল এবং বিমান যোগাযোগ। বাংলাদেশের অধিকাংশ মহাসড়কই চার কিংবা তার থেকেও বেশি লেনে উন্নীত করা হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ টি জেলাকে ঢাকা সহ দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করেছে পদ্মা সেতু। খুব শিগগিরই সেতুর মাধ্যমে সূচনা হবে ঢাকা এবং খুলনার রেল যোগাযোগ। অপরদিকে প্রস্তুত কর্ণফুলী আন্ডারওয়াটার টানেল, এই ধরনের অবকাঠামো দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম। স্বপ্নের পর্যটন নাগরিক কক্সবাজারের সঙ্গে দ্রুত সংযুক্ত হবে চট্টগ্রামের রেল যোগাযোগ। আপাতত লক্ষ্য, ২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞান ভিত্তিক এবং উন্নত স্মার্ট দেশে পরিণত করা। ২১০০ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ ব-দ্বীপ হয়ে উঠবে বাংলাদেশ। হাঁ হয়ে দেখবে পুরো বিশ্ব।

পদ্মা সেতু: ২১ জেলার কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

ফেরি সংকটে অথবা আবহাওয়াজনিত জটিলতা, অথবা যানজটে পড়ে পদ্মা নদী পার হতে না পেরে তরমুজ বোঝাই শতাধিক গাড়ি আটকে পড়ার কাহিনী কারও অজানা নয়। শুধু তরমুজই নয়, মাদারীপুর থেকে আনা কলাই শাক, শরীয়তপুর থেকে আনা নানা ধরনের সবজি, ফরিদপুর থেকে আনা খেজুরের রস, বরিশাল ও পটুয়াখালি থেকে আনা তরমুজ, বাঙ্গি, আমড়া ও মুরগির ডিমবাহী ট্রাকও পদ্মার পাড়ে আটকে থাকত, ঘণ্টা পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন। ফলে এসব পচনশীল পণ্য গরমে নষ্ট হয়ে যেতো। যা ফেলে দিতে বাধ্য হতেন ব্যবসায়ীরা। আবার কেউ কেউ এসব পণ্য কম দামে বিক্রি করে দিয়ে লোকসানের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে বাড়ি ফিরতেন খালি হাতে।

পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর এমন পরিস্থিতির অবসান হয়েছে বলে স্বস্তিতে পদ্মার পাড়ের কৃষিজীবী মানুষের। ২১ জেলার কৃষিতে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বাড়ছে চাষাবাদ। বাড়ছে কৃষিনির্ভর খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন। জমির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হচ্ছে সেসব কৃষিপণ্যের চাষাবাদ। উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাত সহজ হয়েছে। পরিবহন ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় ক্রেতাও মিলছে আগের তুলনায় বেশি। চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার সুযোগ নেই। ফলে কৃষিতে ব্যাপক পরিবর্তনে সাফল্য দেখছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব এনেছে পদ্মা সেতু। মাত্র এক বছরেই পদ্মা সেতু বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের শুধু যোগাযোগের সুবিধাই নয়, গোটা দেশের অর্থনীতি-সহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। সেতু পার হতে এখন সময় লাগে মাত্র ৬ থেকে ৭ মিনিট। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৈত্রিক নিবাস রাজধানী ঢাকা থেকে দেড়শ’ কিলোমিটার দূরে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায়। তিনি নিজেই এখন হেলিকপ্টার ছেড়ে কারে, গাড়িতে চেপে বাড়ি যান। পদ্মাপাড়ে গিয়ে জলখাবার খান।

এই পদ্মা সেতুতে রেললাইন জুড়ে যাওয়ায় এরইমধ্যে ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলার ভাঙা থানা পর্যন্ত রেল চলাচল দ্রুতই শুরু হচ্ছে। এই রেললাইন সংযুক্ত হবে যশোর পর্যন্ত। এর ফলে যোগাযোগ আরও সহজ হবে। এছাড়া বর্তমানে ঢাকা-কলকাতা ৫০০ কিলোমিটারের পরিবর্তে দূরত্ব দাঁড়াবে আড়াইশ’ কিলোমিটার। রেলে চড়ে কলকাতা পৌঁছানো

যাবে ৬ ঘণ্টার মধ্যেই। ভোগান্তি দূর হবে রোগী-সহ পড়ুয়াদের।

আগে পদ্মা নদী পার হতে সময় লাগতো দেড় থেকে দু’ঘণ্টা। এখন রাজধানী ঢাকা থেকে মানুষ বাসে করে বেনাপোল-পেট্রাপোল পৌঁছায় সাড়ে চার ঘণ্টায়। আগে এই সময় লাগত ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা। আর আবহাওয়া খারাপ থাকলে তো কথাই নেই। ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যেত। এখন পদ্মা সেতুর জন্য কৃষক যেমন তাঁর ফসল দ্রুততার সঙ্গে রাজধানী ঢাকায় পাঠিয়ে কাঙ্খিত মূল্য পাচ্ছেন, অপরদিকে মানুষ দ্রুততার সঙ্গে গন্তব্যে পৌঁছতে পারছেন।

গত বছরের ২৫ জুন পদ্মা সেতুর উদ্বোধন হয়। ২৬ জুন থেকে সেতুটি যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। সেতু চালুর পর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের আগের মতো আর ফেরিঘাটে ৪/৫ ঘণ্টা অসহনীয় ভোগান্তি নেই। কাজ শেষ হলে ফেরি ধরার তাড়াও নেই। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের নতুন প্রাণ দিয়েছে এই সেতু। এখন খুব সহজেই মানুষ রাজধানী ঢাকায় থেকে নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরে যেতে পারছেন। গত এক বছরে ম্যাজিকের মতো বেড়েছে এই জনপদের জমির দাম। উন্নত হয়েছে মানুষের জীবনযাত্রার মান। সেতুর দুই পাড়ের অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-পর্যটন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের বিকাশ ঘটেছে। পদ্মার এপার ও ওপারের কৃষি ও শিল্পপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা দ্রুত হচ্ছে। সেতুকে কেন্দ্র করে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে পড়ছে ইতিবাচক প্রভাব।

গত এক বছরে পদ্মা সেতুতে টোল আদায় হয়েছে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার বেশি। সেতু বিভাগ জানায়, ২০২২ সালের ২৬ জুন ভোর ৬টা থেকে শুরু হওয়া পদ্মা সেতুতে চলতি বছরের ২০ জুন পর্যন্ত ৩৬২ দিনে ৫৬ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৪৯টি গাড়ি যাতায়াত করেছে। ওইসব গাড়ির টোল থেকে আয় হয়েছে ৭৯০ কোটি ৯৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। আয় থেকে ৬২২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধ করেছে সেতু কর্তৃপক্ষ।

দর্শনায় ২ টি ফার্মেন্সীতে ১০

হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ভোক্তা অধিকার অভিযানে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ রাখার অপরাধে ও পন্যের গায়ে রেট না থাকার কারনে ২ টি ফার্মেন্সীতে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার (১২ সেষ্টম্বর) বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ অভিযান চালায় দর্শনা রেল বাজার আলো ফার্মেন্সী ও আবিদ ফার্মেসিতে।

এ সময় ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ, আলো ফার্মেন্সীতে বিভিন্ন প্রকার ঔষধের প্যাকেটে মেয়াদ না থাকা ও ফিজিসিয়ান স্যাপুল বিক্রয়ের অপরাধে দোকানের মালিক আলাউদ্দিন ইউসুফ আলোকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে। পরে আবিদ ফার্মেন্সীতে অভিযান চালিয়ে একই অপরাধে দোকান মালিক সাহাবুর রহমানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ধারা মোতাবেক ৩ হাজার টাকা জরিমানা করে। পরে দজনের সতর্ক করে বলেন ঔষধের দাম বেশি নেওয়া যাবেনা। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ রাখা যাবে না এবং ফিজিসিয়ান স্যাপুল বিক্রয় করা যাবে না।

এ অভিযানে দর্শনা থানার এ এস আই সানোয়ার অংশ নেয়।

চুয়াডাঙ্গায় ব্যবসায়ীদের নিয়ে নিরাপদ খাদ্য ও নৈতিকতা বিষয়ক আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গায় ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহনে ভোক্তা অধিকার, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা ও কৃষি বিপণনে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বেলা বারোটায় চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারে

এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুল কাদের জগলু। এতে সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা। সভাটি ব্যবস্থাপনা করেন, জেলা প্রশাসন চুয়াডাঙ্গা । আর সভাটি সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেন, চুয়াডাঙ্গা দোকার মালিক সমিতি, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও জেলা তথ্য অফিস চুয়াডাঙ্গা।

সভার শুরুতে আলোচনা করা হয় নিত্যপণ্যসহ সবধরনের বাজারদর ও বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় উঠে আসে বাজারের কোনো পন্যের তালিকায় মুল্য লেখা থাকে না। দিন দিন বাজার অস্বাভাবিক কেন হয় তা নিয়েও আলোচনা করেন। বাজার তদারকি ও বাজার মনিটরিং কিভাবে আরো জোরদার করা যায় সেই লক্ষে কাজ করা হবে। এতে বাজারের পণ্যের দাম ঠিক রাখতে হলে যা করণিয় তা করতে হবে বলে আলোচনা করা হয়।

এসময় সভার প্রধান অতিথি চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন, সব মানুষই ভোক্তা। যিনি বিক্রেতা তিনিও কখনো কখনো ক্রেতা। আমাদের নৈতিকতা ঠিক থাকলে ভোক্তা হিসেবে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা নিরাপদ খাদ্য পাবো। আর বাজারের নৈতিকতা ঠিক রেখে ব্যবস করতে হবে। অসাধু ভাবে ব্যবসা করা যাবে না। বাজার সবসময় পরিস্কার রাখতে হবে। বাজারের বর্জ মাতাভাঙ্গা নদীতে ফেলা যাবে না। ব্যবসায় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চাই। তাহলে ব্যবসার মর্যাদা থাকবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(অর্থ ও প্রশাসন) রিয়াজুল ইসলাম, পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন, বাজার কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম, ভোক্তা অধিকর সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ইবরুল হাসান জোয়ার্দ্দার, প্রচার সম্পাদক মাফিজুর রহমান মাফি, প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারের ব্যবসায়ীগণ।

চুয়াডাঙ্গায় ড্রাইভার শ্রমিকদের মানবন্ধন

ড্রাইভিং লাইসেন্স জন্মতারিখ সংশোধনের দাবিতে কয়েক জেলার ভুক্তভোগি ড্রাইভার শ্রমিকদের নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় মানবন্ধন করেছে।

আজ রোববার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা বড়বাজার শহীদ হাসান চত্বরে এই মানবন্ধন হয়। মানবন্ধনে বিভিন্ন দাবি নিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা সড়ক পরিবহন ও জেলার সকল শ্রমিক ইউনিয়নের আয়োজনে এই মানবন্ধনে অংশগ্রহণ করেন জেলার সকল শ্রমিকের ইউনিয়নের নেতা কর্মিরা ও পেশাদার গাড়ি চালকরা।

মানবন্ধনে তাদের দাবি ছিল , ভোটার আইডি কার্ড অনুযায়ি ড্রায়ভিং লাইন্সেস জন্মতারিখ সংশোধন করতে হবে। ড্রাইভিং লাইন্সেস এর নথিভুক্ত ও ছাড়পত্রের কার্যক্রম দ্রুত কার্যকর করতে হবে। শ্রেণি সংযোজন ড্রাইভিং লাইন্সেস বারকোর্ড লার্নারের পরিক্ষার তিন ফিঙ্গারের সময় পূর্বের ড্রাইভিং লাইন্সেস সংযোজন করে ছবি তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভোটার আইডি কার্ডে মোহাম্মদ, ফুলস্টপ ড্রাইভিং লাইসেন্সে মোহাম্মদেও পরে স্পেস এই কারণে টাকা দেওয়ার সমস্যা। ড্রাইভিং লাইন্সেস এর শ্রেণি পরিবর্তনের সময় কার্যক্রম দ্রুত করতে হবে।

এসময় মানবন্ধনে উপস্থিত বক্তারা বলেন, ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফাইল বিআরটিএ অফিসে কয়েক বৎসর ধরে পড়ে থাকা আবেদন পত্রের নবায়নের কোন সুরাহা হচ্ছে না। জাতীয় পরিচয় পত্র অনুযায়ী জন্ম তারিখ সংশোধন করে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার জন্য বিগত ৪ (চার) মাস আগে একটি মানববন্ধন করা হয়েছে। একজন পেশাদার ড্রাইভার ৪/৫ বার নবায়ন করা স্মার্ট কার্ড পাওয়ার পরে বর্তমানে জন্ম তারিখ ভুলের কারণে ড্রাইভিং লাইসেন্স এর নবায়ন হচ্ছে না। এদের অধিকাংশ ড্রাইভারেরই স্মার্ট কার্ড ২/৩ বার নবায়ন হয়েছে এবং ৪৭৭ নং স্মারকে ২০০১ সালে জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য একটি প্রজ্ঞাপন হয়েছিল। এই প্রজ্ঞাপনের পরে জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য আরো একটি প্রজ্ঞাপন ২০১৬ সালে জানা মতে হয়েছিল। বর্তমান প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ভলিউম সঠিক থাকা ড্রাইভারদের জন্ম তারিখ সংশোধন পূর্বক নবায়নের সুযোগ এবং নন-স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স-এ সিথিলতা করে দ্রুত স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করার ব্যবস্থা করা

একান্ত প্রয়োজন। অনেক ড্রাইভারদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়ার পরও জন্ম তারিখের জটিলতার কারণে তারা লাইসেন্স পাচ্ছে না।

বক্ত্যারা আরো বলেন, সারা দেশে বৈধ ড্রাইভারদের সংখ্যা অনুযায়ী গাড়ীর সংখ্যা অনেক বেশি। এই অবস্থায় জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য সারা বাংলাদেশে ৪০/৫০ হাজার পেশাদার/অপেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল হলে এই সকল ড্রাইভারদের পরিবারের পরিজনদেরকে নিয়ে রাস্তা বসা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। ড্রাইভাররা তাদের পূর্বের লাইসেন্স ও নবায়নের স্লিপ নিয়ে ২/৩ বৎসর যাবৎ রাস্তায় গাড়ি চালাতে পারছে না। রাস্তায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মকর্তারা স্লিপ এবং পূর্বের লাইসেন্স মানতে রাজি হচ্ছে না। ড্রাইভারদের জরিমানা প্রদানের জন্য এবং মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিভিন্ন দূরের জেলায় যেতে হচ্ছে। এদিকে গাড়ির মালিকরা ড্রাইভারদের ছুটি দিতে কোন মতেই রাজি হচ্ছে না। আমাদের বাংলাদেশে বৈধ ড্রাইভারের থেকে গাড়ীর সংখ্যা বেশি। তারপরও যদি জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য ৪০/৫০ হাজার ড্রাইভারদের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়। এই কারণে লাইসেন্স বাতিল হয় তাহলে অবৈধ ড্রাইভারদের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে। যাদের বৈধ রেকর্ড ও ভলিউম আছে তাদের জন্য একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে জন্ম তারিখ দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে উক্ত ৪০/৫০ হাজার ড্রাইভারদের লাইসেন্স প্রাপ্ত ও পরিবার বেঁচে যাবে। দেশের সাথে থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা সফল ও স্বার্থক করিবার উদ্দেশ্যে এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের জন্ম তারিখ সংশোধন হওয়া একান্ত আবশ্যক বলে মনে করেন মানবন্ধনের বক্তারা।

এসময় মানবন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা বাস মিনিবাস মাইক্রবাস সড়ক পরিবহনের সভাপতি এম.জেনারেল ও সাধারণ সম্পাদক রিপন মন্ডল, আন্তজেলা ট্রাক ট্র্যাংকুলারি শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মামুন অর-রশিদ, আন্তজেলা ট্রাক ট্র্যাংকুলারি কার্ভাডভ্যানের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, ও সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, জেলার মাইক্রবাসের সভাপতি মিল্টু জমিদার, প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার পেশাদার সকল গাড়ি চালকরা।

মেহেরপুরে সবজি কেজিতে পাইকারি থেকে খুচরার ব্যবধান ২৫ টাকা

সবজি ভান্ডারখ্যাত মেহেরপুরের বাজারে সবজির দামে এখন আগুন। মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন হাটবাজারে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের সবজি ক্রয় করে খাওয়া এখন দুস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে সবজির খুচরা বাজারে আগুন থাকলেও উৎপাদিত সবজির দাম পাচ্ছে না কৃষকরা। পাইকারি থেকে খুচরা বাজারে সবজির দামের পার্থক্য কেজিতে ২৫ থেকে ৩০ টাকা।

মেহেরপুর জেলার সবজি জেলার চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় যায়। আবহাওয়া এবং মাটির গুণাগুণের কারণে প্রায় সব ধরনের সবজি এই এলাকায় আবাদ হয়। কিন্তু উৎপাদিত সবজির সঠিক দাম না পেয়ে হতাশ এখানকার কৃষকরা। তবে পাইকারি বাজার থেকে মাত্র ৪/৫ কিলোমিটার দূরের মেহেরপুরের খুচরা বাজারে সবজির দামের পার্থক্য দেখা যায় কেজিতে ২৫ থেকে ৩০ টাকা করে। উৎপাদন করে ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না কৃষকরা।

গতকাল শুক্রবার গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারে সবজি বিক্রয় দামের আগুন লেগেছে, টমেটো প্রতি কেজি ১২০ টাকা, বেগুন প্রতি কেজি ৮০ টাকা, পালং শাক প্রতি কেজি ৮০টাকা, মুলা প্রতি কেজি ৫০ টাকা, গোল আলু প্রতি কেজি ৪৫ টাকা, কাঁচা কলা প্রতি কেজি ৫০ টাকা, লাল শাক ৩ আটি ২০ টাকা. পুই শাক প্রতি কেজি ২০ টাকা, করল্লা প্রতি কেজি ৮০ টাকা, মাটির তলের আলু প্রতি কেজি ১২০ টাকা, বরবটি ৬০ টাকা, পেপে প্রতি কেজি ৪০ টাকা, শিম প্রতি কেজি ১৫০ টাকা, কাঁচা মরিচ প্রতি কেজি ১৬০ টাকা, পেয়াজ প্রতি কেজি ৯০ টাকা, রসুন প্রতি কেজি ২৮০ টাকা, মিষ্টি কুমড়া প্রতি কেজি ৪০ টাকা, কুমড়ার জালি ১ পিচ ৩০ টাকা, ঢেঁড়স প্রতি কেজি ৪০ টাকা, উস্তি প্রতি কেজি ৮০ টাকা, পটল প্রতি কেজি ৪০ টাকা, আদা প্রতি কেজি ৪০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। শুধু সবজি বাজার নয়, মাছের বাজারেও দাম চড়া। এখন ইলিশের ভরা মৌসুম চলছে। তারপরেও ইলিশ কিনে খাওয়ার সামর্থ নিম্ন আয়ের মানুষদের দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। জাটকা ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৪ শ থেকে ৫ শ টাকা কেজি দরে। এছাড়া আধা কেজি ওজনের ইলিশ মাছ ৭ শ থেকে ৮ শ ও ১ কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার থেকে ১২ শ

টাকা কেজি দরে। বড় সাইজের রুই মাছ বিক্রি হচ্ছে ৩ শ থেকে সাড়ে তিনশ টাকা কেজি দরে। ছোট পোনা বিক্রি হচ্ছে ২শ টাকা কেজি দরে। ছোট সাইজের পাঙ্গাস এবং সিলভার মাছ বিক্রি ১৭০ থেকে ১৮০ টাকা কেজি দরে। বড় সাইজের সিলভার বিক্রি হচ্ছে ২৫০ থেকে ২৭০ টাকা কেজি দরে। অন্যান্য মাছের দামও আকাশ চুম্বি দাম।

গাংনী উপজেলা শহরের আরজ আলী বলেন, বাংলাদেশের ৬০, ভাগ সবজি মেহেরপুর জেলায় উৎপাদন হয় সেইখানে সবজির যদি এত দাম হয় তাহলে সাধারণ মানুষ কিভাবে জীবন যাপন করবে?

ছাতিয়ান গ্রামের মামলত হোসেন বলেন, আমাদের জেলাতে প্রচুর পরিমাণ সবজি উৎপাদন হয়ে থাকে। সেই জেলার মানুষ যদি এতো দাম দিয়ে সবজি কিনে খেতে হয়, তাহলে কিভাবে হবে। তিনি আরও বলেন, ৩শ টাকা নিয়ে সবজি বাজার করতে এসেছি। কয়েকটি সবজি কিনে টাকা ফুরিয়ে গেছে। এখন কিভাবে বাজার করবো।

বাওট গ্রামের দিন মজুর রফিকুল ইসলাম বলেন, মুনিস খেটে ৫শ টাকা পেয়েছি। এই টাকা দিয়ে বাজার করবো কিভাবে। সবজি বাজারে গেলেই টাকা ফুরিয়ে যাবে। অন্যান্য বাজার করবো কিভাবে।

এদিকে সবজি ব্যবসায়ী জিয়ারুল ইসলাম বলেন, আমাদের কিছুই করার নেই। আমরা আড়তে যেভাবে কিনছি সেভাবেই বিক্রি করছি। আমাদেরও তো লাভ থাকতে হবে। এখন আড়তে দাম বেশি। তাই আমরাও বেশি দামে সবজি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছি। আরেক ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান বলেন, আড়তদারদের ধরলেই ভাল হবে। কারন, দাম ওখান থেকেই বেশি হচ্ছে।

সাহারবাটি গ্রামের সবজি চাষী ইয়ানুর রহমান ও মহিবুল ইসলাম বলেন, আমরা সবজি আড়তে নিয়ে গেলেই দাম পাচ্ছিনে। অথচ, একই সবজি হাটে গিয়ে দাম ৪/৫ গুন বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজার মনিটারিং না থাকার কারনে এভাবে উচ্চমুল্যে সবজি বিক্রি হচ্ছে বলে জানান তারা।

সবজির বাজারে এই উচ্চ মুল্য নিয়ন্ত্রণ করতে স্থানীয় প্রশাসনের বাজার মনিটরিং করা খুব জরুরি বলে মনে করেন ক্রেতারা।
গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু বলেন, অতিদ্রুতই বাজার মনিটারিং করা হবে। বাজার মনিটারিং এর সময় অসলগ্ন কিছু পেলে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।